যুগান্তর

তারিখ 25 JUL 2017

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফি

ছয়টিতে আবেদনে এক শিক্ষার্থীর ব্যয় ২১ হাজার ৫৮৮ টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলাদা ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় এবারও শিক্ষার্থীদের কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে। সঙ্গে যোগ হবে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দৌড়ানোর ভোগান্তি। একজন শিক্ষার্থী. যদি ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে তবে তার ফরম কেনা বাবদই কমপক্ষে সাড়ে ২১ হাজার টাকা খরচ হবে। এরসঙ্গে যাতায়াত, খাবারসহ অন্যান্য ব্যয় বাবদ যোগ হবে আরও অন্তত ৩০ হাজার টাকা। উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর এই ব্যয় মেটানোর চিন্তায় ইতিমধ্যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মুখে দুশ্চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠেছে।

দশ বছরেও চালু হয়নি গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

ছয়টিতে আবেদনে এক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি অর্থ আয়ের চিন্তা করে সেটি একেবারেই অনুচিত। এইগুলো নৈরাজ্যজনক বিষয়। অস্থিরতার বিষয়। এটা ঠিক না। বিভিন্ন বিষয়ে একযোগে পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘব করতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়গুলো সহজ হবে। এ সময় তিনি ভর্তি পরীক্ষার্থীর ফি না নিয়ে কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়—সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করারও পরামর্শ দেন। শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভর্তি পরীক্ষার ব্যয় এবং ভোগান্তি হ্রাসে গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষার বিষয়ে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালে উদ্যোগ নেয়। এরপর বর্তমান সরকারও এ নিয়ে কয়েকদফায় ভিসিদের নিয়ে বৈঠক করে। প্রস্তাব অনুযায়ী, সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষা হওয়ার কথা। এভাবে সব কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ করে পরীক্ষা নেয়ার কথা। এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ও অর্থের সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদিনেও এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে আসে।

জানা গেছে, ওইসব বৈঠকে বেশ কয়েকজন ভিসি গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষা চালুর কথা দিয়ে যান। কেউ কেউ পরে জানাবেন বলে অঙ্গীকার করে যান। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির আয় থেকে শিক্ষকরা নানা দায়িত্ব পালনের নামে একটি অংশ পেয়ে থাকেন। মূলত ওই বাড়তি আয় হারানোর ভয়েই সিদ্ধান্ত আসছে না বলে অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বছরের ভর্তি পরীক্ষার ফি'র রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থীকে সবগুলো ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে গুনতে হবে ২১ হাজার ৫৮৮ টাকা। ইন্টারনেট বিল, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল বিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতায়াত ও থাকার ভাড়া নিয়ে এই ব্যয় আরও ৩০ হাজার টাকা যুক্ত হবে। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদন ও অন্য খরচের হিসাব থেকে ধারণা পাওয়া গেছে। মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য বিশ্বব্যািলয়গুলোতে ভর্তিতেও রয়েছে এমন 'ভর্তি পরীক্ষা ফি' বিড়ম্বনা।

গত বছরের হিসাব অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সবকটি ইউনিটে (ক, খ এবং চ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে তাকে গুনতে হবে ১ হাজার ৫০ টাকা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন এমন সবকটি ইউনিটে (এ, বি, ই) একজন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর আবেদন ফি পড়বে ১ হাজার ৩১৩ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ফি পড়বে ৩ হাজার ৮০০ টাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ফি পড়বে ৫ হাজার ১৭৫ টাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ফি গিয়ে দাঁড়াবে ৮ হাজার ৫৫০ টাকায় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ফি পড়বে ১ হাজার ৭০০ টাকায়। এ হিসেব কেবলই বিশ্ববিদ্যালয়ের। যাতে ইন্টারনেট বিল, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল বিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতায়াত ও থাকার ভাড়া সংযুক্ত হয়নি। দেশে বর্তমানে ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৩৭টি চালু আছে।